দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2[illegible] JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

# এসএসসি পরীক্ষায় এবারের ফলশ্রুতি গ্রামাঞ্চলের স্কুলে পাসের হার হতাশাব্যঞ্জক

মুন্সীগঞ্জ থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ ১৯৯৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলা সদরসহ গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষার্থীদের পাসের হার হতাশাব্যঞ্জক। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পাসের হার মাত্র শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ। গত বছর পাসের হার আশংকাজনকভাবে নীচে নেমে যায়। বর্তমান বছরে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। জেলা সদরসহ গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর পাসের হার মাত্র শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ। এসব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের ফেল করার অন্যতম কারণ– ইংরেজী এবং অংক বিষয়ের প্রতি দুর্বলতা। আর এ দুর্বলতার সৃষ্টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়লগুলোতে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সেখানে পড়াশুনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। তার সাথে রয়েছে কোনো কোনো শিক্ষকের বিভিন্ন দুর্বলতা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের অভাব। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ কোনো দৃষ্টি দেয়া হয় না। এর ফলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী এবং গণিতে দুর্বল থেকে যাচ্ছে। গত বছর থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নো ফেল প্রথা চালু হওয়ায় শিক্ষার মান নীচে নামতে শুরু করেছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ফিরে আনতে না পারলে শিক্ষার এই দৈন্যদশা হতে ফিরে আসা যাবে না। আর্থিক অসচ্ছলতাও শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। গরীব ছাত্ররা শিক্ষকদের সংস্পর্শে থাকতে পারছে না। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য আরো ব্যাপকভাবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার চাপ কমাতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বৃদ্ধির কঠোর নির্দেশ থাকতে হবে। সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ভাল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ায় ফলাফল ভাল হয়।